কৃষি পরিকাঠামো তহবিল প্রকল্প

কৃষি দপ্তর

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য

পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশের মানুষের আয়ের একটি প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যকলাপ। অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। সুতরাং কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদনকে পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকাঠামোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এ জন্য কৃষি দপ্তর কৃষি পরিকাঠামো তহবিল প্রকল্প চালু করেছে।

কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে

● এই ঋণ প্রকল্পের আওতায় থাকা সমস্ত ঋণে ভর্তুকি-যুক্ত সুদের ব্যবস্থা আছে, সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণে বার্ষিক ৩% সুদ, ঋণের এই ভর্তুকি ব্যবস্থা সর্বাধিক ৭ বছরের জন্য পাওয়া যাবে। ঋণের পরিমাণ ২কোটি টাকার বেশি হলে সুদে ভর্তুকি ২ কোটি টাকা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। ● প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির (PACS) জন্য ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কার্যকর সুদের হার হচ্ছে ১%। ● ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ নিশ্চায়তার সুবিধা (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফেসিলিটি) থাকছে। ● বিভিন্ন LGD কোডস/লোকেশনে কৃষক, কৃষি-উদ্যোগপতি, স্টার্ট-আপ সংস্থার মতো বেসরকারি ব্যবস্থা সর্বাধিক ২৫টি প্রকল্পের জন্য সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ● CHC, MIDH, AMI প্রভৃতি সরকারি প্রকল্পের আওতায় থাকা অনুদান ও ভর্তুকি এই প্রকল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কারা এই প্রকল্পটির সুবিধা পেতে পারেন

কৃষক,স্টার্ট-আপ ,কৃষি-উদ্যোগপতি, যৌথ দায়যুক্ত গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী,FPO এবং PAC সমূহ।

প্রকল্পে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি

১) যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ব্যাংক ঋণের দরখাস্তের ফরম/কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (AIF)ঋণের জন্য গ্রাহকের অনুরোধপত্র; ২) প্রোমোটার/পার্টনার/ ডিরেক্টরের পাসপোর্ট মাপের ফটো; ৩) পরিচয়ের প্রমাণ-ভোটার পরিচয় পত্র/প্যান কার্ড/ আধার কার্ড/ ড্রাইভিং লাইসেন্স; ৪) ঠিকানার প্রমাণ: • বাসস্থান প্রমাণের জন্য: ভোটার পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/আধার কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ইলেকট্রিসিটি বিল/ সাম্প্রতিককালে জমা দেওয়া সম্পত্তির ট্যাক্সের বিল; ● ব্যবসার অফিস নিবন্ধীকৃত অফিসের ক্ষেত্রে: ইলেকট্রিসিটি বিল/সাম্প্রতিককালে জমা দেওয়া সম্পত্তির ট্যাক্সের রশিদ/কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির শংসাপত্র/পার্টনারশিপ ফর্ম এর ক্ষেত্রে নিবন্ধনের শংসাপত্র; ৫) নিবন্ধনের প্রমাণ: ● কোম্পানির ক্ষেত্রে আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন ● পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে: রেজিস্টার অফ ফার্মের নিকট করা ফার্ম নিবন্ধনের শংসাপত্র; ● MSME এর ক্ষেত্রে: জেলা শিল্প কেন্দ্রে নিবন্ধনের শংসাপত্র; ৬) যদি থাকে তাহলে গত তিন বছরের আয়কর রিটার্ন; ৭)যদি থাকে তাহলে গত তিন বছরের অডিট করা ব্যালেন্স সিট; ৮) প্রযোজ্য হলে জিএসটি সার্টিফিকেট; ৯) জমির মালিকানা রেকর্ড -স্বত্ব বিষয়ক দলিল (টাইটেল ডিড)/লিজ দলিল। যদি প্রযোজ্য হয়,তাহলে লিজ স্বত্বভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে লিজদাতার নিকট থেকে অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার অনুমতি (প্রাইমারি সিকিউরিটির জন্য); ১০) কোম্পানির ROC সার্চ রিপোর্ট; ১১) প্রোমোটার/ ফার্ম/ কোম্পানি-এর KYC নথি; ১২) গত এক বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্টের প্রতিলিপি (যদি থাকে); ১৩) চালু ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের বৃত্তান্ত (লোন স্টেটমেন্ট); ১৪) প্রোমোটারের নিট সম্পদ বিবরণ (নেট ওয়ার্থ স্টেটমেন্ট); ১৫) প্রকল্পের বিশদ বিবরণ; ১৬) যদি প্রযোজ্য হয়, তাহলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি, গৃহের নকশা/ অনুমোদিত ব্যয়, গৃহ নির্মাণের অনুমোদন।

যোগাযোগ

গ্রামীণ এলাকায় বিডিও অফিস,ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন), পৌর এলাকায় মহকুমা শাসকের সাথে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার